যুগান্তর

24 MAY 2003

ডেমরায় গণিত ও বিজ্ঞান উৎসব

এফ ইসলাম জুয়েল, ডেমরা থেকে

অনুষ্ঠান আয়োজনের সময় যখন স্টেজের সামনে এক হাজার চেয়ারের অর্ডার দেয়া হল তখন সবার একই চিন্তা- সবাই আসবে তো? চেয়ারগুলো সব ভরবে তো? অথচ অনুষ্ঠানের দিন সকালে স্কুল ভবন আর স্টেজের সামনে মাঠের অবস্থা দেখে আয়োজনকারীদের মাথায় হাত। স্কুলের ক্লাসরুমগুলোতে, প্রাঙ্গণ এবং খেলার মাঠ সর্বত্র ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। তিল পরিমাণ দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই। এখন সবার উল্টো চিন্তা- এদের কোথায় বসতে দেয়া হবে। ভিড় দেখে মনে হচ্ছিল গণিত প্রতিযোগিতা কিংবা বই কিংবা বিজ্ঞান মেলা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের মহাসমাবেশ। শিক্ষার্থীদের ভিড়ে মেলার দোকানগুলো প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। দৃশ্যটি ১০ মে তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'ডেমরা গণিত অলিম্পিয়াড-২০০৩'-এর। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে ডেমরা গণিত ক্লাব। ডেমরা থানায় এর আগে এত বড় শিক্ষা মেলা হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন করলে উত্তরটা 'না' হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। ডেমরা গণিত অলিম্পিয়াডের পরিচালক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল এবং ড. মুহাম্মদ কায়কোবাদ। গত বছর সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দুই বিখ্যাত গণিতবিদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াড। ডেমরা গণিত ক্লাবের উদ্যোগে ঢাকায় এবারই প্রথম থানাভিত্তিক গণিত অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। ডেমরা থানার প্রায় ৩৫টি স্কুলের বারো শতাধিক মেধাবী ছাত্রছাত্রী এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে পরীক্ষা নেয়া হয়। 'ক' ক্যাটাগরিতে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী, 'খ' ক্যাটাগরিতে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং 'গ' ক্যাটাগরিতে নবম ও দশম শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিজ্ঞান মেলা ও বইমেলা : তিতাস গ্যাস স্কুলের বড় একটি শ্রেণীকক্ষের দিকে এগুতেই দেখা গেল সবাই বন্ধ দরজার সামনে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এ যেন বন্দি কারাগার। কেউ কেউ ভেতরে ঢোকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, অন্যদিকে কিছু ছাত্র বেঞ্চ দেয়ালের কাছে নিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ভেতরে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে। শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ঢুকতেই বোঝা গেল আসল কাহিনী। ভেতরে চলছিল মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৈরি 'জার্চুয়াল বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা' মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার নিয়ে আসে প্রদর্শনের জন্য। নবম ও দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞানের কিছু জটিল বিষয় আকর্ষণীয় অ্যানিমেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। গ্রাফিক্স এবং ভিডিও গেমসের কিছু কারুকার্যও দেখানো হয় এখানে। আকর্ষণীয় এই মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী দেখার জন্যই ছিল এত ঠেলাঠেলি। গণিত অলিম্পিয়াডে গণিত প্রতিযোগিতার পাশাপাশি যে বিজ্ঞান মেলা ও বইমেলার আয়োজন করা হয় তার আকর্ষণীয় অংশ ছিল এটি। এছাড়াও বিজ্ঞান মেলার মূল আকর্ষণ ছিল 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি'র প্রায় ৩০টি প্রকল্প। সমিতির প্রধান সমন্বয়কারী মুনির হাসানের সহযোগিতায় বিজ্ঞান সমিতি এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। তাদের উল্লেখযোগ্য প্রজেক্টগুলো ছিল- সৌর জগতের মডেল, মজার এক্সরে, ডিএনএ'র মডেল, মানবদেহ, ক্যামেরা, কপিকল, জীবকোষ ইত্যাদি। এছাড়াও ভিড় লেগে ছিল টেলিস্কোপের দিকে। টেলিস্কোপে একটু চোখ রাখার জন্য বিশাল লাইন দেখে বোঝা যায় কতটা উদগ্রীব বিজ্ঞানমনস্ক অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা। বইমেলার বিভিন্ন স্টল বিভিন্ন ধরনের বই উপস্থাপন করে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিও বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। ডেমরা থানার ছোট শিক্ষার্থীদের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয়, কার্যক্রম বর্ণনা এবং বই পড়া ও প্রদর্শনের সুযোগ করে দেয়াই মেলায় তাদের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য।

পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণী : বিকালে অনুষ্ঠিত হয় মূল অনুষ্ঠান 'পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণী'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. মুহাম্মদ কায়কোবাদ, অধ্যাপিকা রওশন আরা রশিদ, ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, মুনির হাসানদের মতো দেশবরেণ্য গণিতবিদরা। প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা-৪ আসনের সংসদ সদস্য সালাউদ্দীন আহমেদ, অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযো-গিতাকারী ও তিতাস স্কুল কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী বুরণীদুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তিতাস গ্যাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ। 'ক' ক্যাটাগরিতে মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্তরা হল- মোঃ রিফাত ইবনে ইসলাম, মাস্টার ফয়সার ওভ, খোশনুর রাব্বি অনি, গোলাম রাব্বি, রিয়াদুজ্জামান অন্তর ও মোরশেদুজ্জামান। এরা সবাই তিতাস গ্যাস স্কুলের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। 'খ' ক্যাটাগরিতে সমানসংখ্যক সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে যৌথভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে চারজন। এরা হল- মা মেমোরিয়াল স্কুলের কামরুল, তিতাস গ্যাস স্কুলের আশিক এবং হাজী রহমতুল্লাহ স্কুলের আসমা আক্তার মিলি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা একই নম্বরপ্রাপ্ত নয়জনকে দেয়া হয় বিশেষ পুরস্কার।

গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারীরা

মুক্ত আলোচনা

অনুষ্ঠানে সবার কাছে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল। সুতরাং আকর্ষণীয় অংশটুকু তাকে ঘিরে হওয়াই স্বাভাবিক। দুপুর ১২টায় তিনি সার্বিক সহযোগিতা এবং পরিদর্শনের জন্য অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। জাফর ইকবালকে নিয়ে হয় একটি মজার পর্ব 'মুক্ত আলোচনা'। এ পর্বে তিনি ছাত্রছাত্রীদের গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক সব প্রশ্নের উত্তর দেন। শূন্য কেন গোল, পাই-এর মান কেন ৩.১৪১৬, মাইনাসে মাইনাসে কেন প্লাস-এ ধরনের প্রশ্ন আসতে থাকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। কবে থেকে লেখালেখি করেন, সায়েন্স ফিকশন কেন বেশি লেখেন- এ ধরনের ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতেও ছাড়েনি কেউ। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আসে কিছু মজার প্রশ্ন যেমন, অংক কেন সহজ বা অংক কেন এত কঠিন?